স্বগুং দদাতি তদ্বদিতি ভাবঃ। এবমপ্যুক্তং, অকামঃ সর্ব্বকামো বেত্যাদৌ তীব্রত্বং ভক্তেঃ। তথোক্তং গারুড়ে,—যদ্দুর্লভং যদপ্রাপ্যং মনসো যন্ন গোচরম্ তদপ্যপ্রার্থিতং ধ্যাতো দদাতি মধুসূদন ইতি। এবং সনকাদীনামপি ব্রহ্মজ্ঞানিনাং ভক্ত্যনুবৃত্ত্যা তৎপাদপল্লব প্রাপ্তির্জ্ঞেয়া ॥ ৫ ॥ ১৯ ॥ দেবাঃ পরস্পরম্। ৯৮ ॥

অতএব সেই সমস্ত সাধনের ভক্তিই জীবন বলিয়া সর্ব্বত্রই ভক্তির অভিধেয়ত্ব সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু সেই সমস্ত সাধন ব্যতীতও ভক্তি স্বয়ংই পুরুষার্থবস্তু দান করিতে সমর্থ, ইহা ইতিপূর্ব্বেই ২।৩।১০। অকাম অথবা সর্ব্বকাম ইত্যাদি শ্লোকোল্লেখপূর্ব্বক দেখান হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পুলহ ঋষির বাক্য, যথা—যিনি যজ্ঞে যজ্ঞপুরুষ বলিয়া কথিত এবং যিনি যোগ-সাধনায় পরমপুরুষ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন, সেই শ্রীজনার্দ্দনকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে কোন বস্তু অপ্রাপ্ত থাকে কি? মোক্ষধর্ম্মেও লিখিত আছে যে, চতুর্ব্বর্গ-পুরুষার্থ লাভ করিতে হইলে যে সমস্ত সাধন-সম্পত্তির কথা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, মানবগণ শ্রীনারায়ণের আশ্রয়লাভ করিয়া সেই সমুদয় সাধনব্যতীতও পুরুষার্থবস্তু লাভ করিতে সমর্থ হয়। অতএব, সর্ব্বশাস্ত্র-শ্রবণের ফলরূপে যে ভক্তির অভিধেয়ত্ব বলা হইয়াছে, তাহা সুন্দরই হইয়াছে। এইজন্য শ্রীভগবান্ সৃষ্টির প্রারম্ভে ভক্তির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। যথা—১১।১৪।৩ শ্লোকে শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবমহাশয়ের নিকট বলিয়াছেন—"মহাপ্রলয়ের সময় কালক্রমে আমার আদেশরূপ বেদবাণী জগতে তাদৃশ গ্রাহকের অভাবজন্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। পরে মহা-প্রলয়ান্তে প্রথমেই আমি ব্রহ্মার নিকটে সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী উপদেশ করিয়াছিলাম; যন্মধ্যে মহাত্মক ধর্ম্ম বর্ণিত আছে। অর্থাৎ আমার যে আদেশবাণীতে হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিরূপ ভক্তিনামে অভিহিত ধর্ম্মটির কথা উল্লেখ করা হইয়াছিল। অতএব, যাহারা বিশেষ অভিজ্ঞ নহে, তাহারা ধর্ম্মাদি লাভের জন্য কর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপে শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিয়া থাকে। ইহাতে ভক্তিদেবীর অমর্য্যাদা করা হয় বলিয়া তিনি কেবলমাত্র তাহাদিগের কামনানুরূপ ফলদান করেন, এবং সেই ফলও চিরস্থায়ী হয় না। কিন্তু যদি সেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহাদের অভিলষিত পুরুষার্থপ্রাপ্তির জন্য স্বতন্ত্রভাবে ভক্তির অনুষ্ঠান করিত, তবে অবশ্যই ভক্তিদেবী তাহা-দিগকে অন্যান্য সাধনের সেইসকল ফল প্রদান করিতেন। অধিকন্তু কেবলমাত্র ইহা দান করিয়াই তিনি নিরস্ত হইতেন না, পরন্তু পর্য্যবসানে পরমফল যে প্রেম, তাহা পর্য্যন্ত দান করিতেন। অনন্তর পরম-হিতকারীত্ব-রূপে ভক্তির অভিধেয়ত্ব বর্ণনা করিতেছেন। ৫।১৯।৩৬ শ্লোকে দেবগণ